20 FEB 2003

সংবাদ

চাঁদাবাজিতে ছাত্রদল ছাত্রলীগে

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একটা দুর্নাম আছে। আর তা হলো তারা সহনশীল না এবং বিপক্ষের প্রতি বিন্দুমাত্র সহমর্মিতাও নেই কারও। এক দল যদি বলে এটা হয়, তবে অন্যদল সেটাকে নয় বলবেই। দেশজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলোর যখন এই অবস্থা তখন চৌগাছা উপজেলার ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল ব্যতিক্রম। তারা অন্তত একটি বিষয়ে একমত হয়ে কাজ করতে শিখেছে।

খবরটা শুনে নিশ্চয় শান্তি ও স্বস্তি বোধ করছেন: কিন্তু না, তাদের ঐক্যে খুশি হওয়ার কিছু নেই। খবরের পেছনে যেমন অনেক খবর থাকে, ওদের ঐক্যের পেছনেও তেমনি খবর আছে। আর তা বড্ড ক্লেদাক্ত, অত্যন্ত দুঃখজনক।

ঘটনাটা হলো চৌগাছা ডিগ্রি কলেজে প্রতিবার যখন ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি পরীক্ষার ফরম পূরণ করা হয় তখন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল একজোট হয়ে কলেজে চড়াও হয়। তারা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবারই তাদের হাতে ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা তুলে না দিয়ে রেহাই পান না।

এ অবস্থার ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। এই তো সেদিন ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি পরীক্ষার ফরম ফিল-আপ চলছিল। যথারীতি দু'দলীয় ছাত্রজোট (ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল) কলেজে হাজির হয়ে আগের মতোই একই হারে চাঁদা দাবি করল। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবার একটু শক্ত ভূমিকায় ছিলেন। তারা বললেন, এবার চাঁদা দেয়া হবে না। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। পরীক্ষার্থীদের বলে দেয়া হলো টাকা-পয়সা চৌগাছা কৃষি ব্যাংকে জমা দিতে। ছাত্রছাত্রীরা ছুটল সেখানে: কিন্তু ছাত্রনামধারী চাঁদাবাজ দুর্বৃত্তরা সেখানে গিয়ে হাজির। ব্যাংক চত্বরে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের টাকা জমা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল তারা। বাধার মুখে যারা টাকা জমা দিতে চাইল তাদের হুমকি দেয়া হলো লাশ ফেলে দেয়ার। অগত্যা পরীক্ষার্থীরা ফিরল কলেজে। এদিকে টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবার চাঁদাবাজরা মিছিল বের করল। নানা ধরনের স্লোগান 'প্রিন্সিপালের চামড়া তুলে নেব আমরা ... ইত্যাদি।'

ওদের স্লোগান শুনে প্রিন্সিপাল বিব্রত বোধ করলেন। তিনি শিক্ষকদের ডেকে পরামর্শ করলেন, কোনমতেই চাঁদাবাজদের প্রশ্রয় দেয়া হবে না। কলেজের অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষকরা ঝুঁকি নিলেন। শিক্ষকবৃন্দকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কলেজে এক 'শিক্ষক বন্ধন' শুরু করলেন। তবুও চাঁদাবাজ এগিয়ে আসছে দেখে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করতে তরুণ শিক্ষকরা প্রস্তুতি নিলেন। এক পর্যায়ে তারা বাধ্য হয়ে মারমুখী হয়ে ধাওয়া করলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ওরা আজও দৌড়, কালও দৌড়।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের যেসব কুলাঙ্গার সদস্য কলেজে চাঁদাবাজিতে নামে, যারা মিছিলে বের করে অশালীন স্লোগান দেয় তারা সবাই চৌগাছা কলেজেরই ছাত্র। কথা হচ্ছিল কলেজের এক শিক্ষকের সঙ্গে। আমি বললাম, কলেজ পরিচালনা কমিটি বা অভিভাবকদের বিষয়টা জানান না কেন?

শিক্ষক মহোদয় বললেন, জ্বালা তো ওখানেও আছে। তারা তো করে পরোক্ষ চাঁদাবাজি। একবার সমস্যার কথা তাদের বলা হলে তারা ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের ছাত্রদের ঠেকিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এর ফুল কনসেশন ওর হাফ কনসেশন এই তালে কলেজের দেড়লাখ টাকা আয়ের পথ রুদ্ধ হয়। সেক্ষেত্রে ছাত্রদের চাঁদা দিলে ৫০ হাজার টাকায় মিটত।

খেলা দেখলে হিন্দু হয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশে প্রথম মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা যশোরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মধ্য জানুয়ারি। এই খেলায় এখানকার মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসে ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রমীলা মহিলা একাদশের চৌকস দলটি। যশোর জেলা তো বটেই, পার্শ্ববর্তী খুলনা, সাতক্ষীরা, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলা সমূহের ক্রীড়ামোদী বিশেষ করে ফুটবল প্রেমীদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে খেলাটি উপভোগ করার জন্য।

কিন্তু এদেশের মানুষের বিনোদনের ইচ্ছা পূরণ কি নিষ্কণ্টক পথে হওয়ার উপায় আছে? নিষ্কলুষ ক্রীড়ানুষ্ঠান এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাই বাধ সাধল স্থানীয় ফতোয়াবাজ গোষ্ঠী। ইসলাম গেল,

গ্রাম-গ্রামান্তরে

রুকুনউদ্দৌলাহ

ইসলাম গেল ধোয়া তুলে ১৯শে জানুয়ারি প্রত্যুষে তারা মিছিল নামাল যশোর শহরের রাস্তায়। দাবি তুলল মহিলাদের ইসলামবিরোধী ফুটবল খেলা যশোরের মাটিতে চলতে পারবে না। তারা এই দাবিতে জেলা প্রশাসকের অফিসও ঘেরাও করেছিল। যাহোক শেষ পর্যন্ত যশোরের প্রগতিশীল মানুষের সহযোগিতা ও প্রশাসনের দৃঢ়তার কারণে মৌলবাদীরা তাদের অযৌক্তিক অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। যশোর শামস-উল-হুদা স্টেডিয়ামে আনন্দঘন পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে ১৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হয়।

এই খেলাটি নিয়েই সেদিন আলোচনা হচ্ছিল যশোরের একটি পত্রিকা অফিসে। স্টেডিয়াম থেকে খেলাটি দেখে ফিরে এসে অ্যাডভোকেট ইতিম-উদ-দৌলা প্রসঙ্গটি তোলেন। তিনি বললেন, মৌলবিদের বিক্ষোভ মিছিল দেখেই আমার কৌতূহল জাগল খেলাটি দেখার। এই শহরে যত অনৈতিক কাজ চলছে, সিনেমা হলে দেখানো হচ্ছে আপত্তিকর ছবি। যার অশালীন পোস্টার লাগানো থাকে দেয়ালে দেয়ালে। মাদকের অবৈধ ব্যবসা শহরের মোড়ে মোড়ে, ভিডিও ব্যবসায়ীরা নগ্নছবির রমরমা কারবারে

জানিসনে ইন্ডিয়ার মালাউন বিটিরা খেলা করতি আয়েছে।

- তা ওদের খেলা দেখলি কি হিন্দু হয়ে যাবি

- আমাগের হুজুর তাই কয়েছে। হুজুরর হুডি দেবে না বলে আজ মিছিল করেছে।

ওদের কথাবার্তা শুনছিলাম আর হাঁটা একসময় ওদের পথে ওরা যায়। আমি চলি পথে। চলতে চলতে ভাবি কি না ফতোয়াবাজরা। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যা আর অগ্নিসংযোগের সময় ওরা মৌন থেকে পা নরপশুদের মানবতাবর্জিত কাজের সমর্থ ইসলাম রক্ষার নামে। ওরা ইসলামের নামে দোররা মারার হুকুম দেয়। আজও তথাকথি বিয়ে করতে বাধ্য করে। ওরা খুন-খারাবিকে করার মসলা জানে। শিশু-কিশোরদের এমনভাবে ধোলাই করেছে যে, তারা হিন্দুকে মানুষ ভাবতে পারছে না। সাম্প্রদায়িকতার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে বুনে চলেছে বয়সীদের মাঝে।

জামাতের প্রার্থীকে চাঁদা দিলে সওয়াব হা

দেশজুড়ে এখন চলছে ইউনিয়ন পরিষদ ২৫শে জানুয়ারি থেকে তা শুরু হয়েছে। চ

> বিভিন্ন ইস্যুতে জামাত যেমন ধর্মকে ব্যবহারের মাধ্যমে ফায়দ হাসিল করে এবারেও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও সে কাজটি ক তারা ভুল করেনি। একটি ইউনিয়নের কথা জানি, সেখানে জামা চেয়ারম্যান প্রার্থী হন স্কুলের একজন ধর্মীয় শিক্ষক। তার আ রোজগার বলতে স্কুলের ওই চাকরিটা ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু নির্বাচনী বৈতরণি পার করতে যে টাকার দরকার তা আসবে কো থেকে। জামাতের ইউনিয়নব্যাপী নেতা-কর্মীদের ডাকা হলো। হলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থীকে পাস করা ইসলামি আন্দোলনের অংশ। অর্থ, শক্তি ও মেধা দিয়ে প্রার্থীকে জেতানোর সর্বশক্তি নিয়োগ করা জামাতের প্রতিটি নেতা-কর্মী অবশ্য করণীয় কাজ। ব্যাস, বিদ্যুতের মতো কাজ হলো। ওই স ই ৯০ হাজার টাকা উঠাল নির্বাচন বাবদ।

যুব মানসকে বিপথগামী করছে। এসবের প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি পড়ল মহিলা ফুটবলের দিকে: কিন্তু স্টেডিয়ামে গিয়ে দেখি মার্জিত বেশ-ভূষায় মহিলা খেলোয়াড়রা সুশৃঙ্খলভাবে খেলা করল। দর্শকরাও মুগ্ধ। কোন হৈ-হুল্লোড় নেই। চিৎকার, লাফালাফি, ঝাপাঝাপি বা অশালীন অঙ্গভঙ্গি কিছুই চোখে পড়েনি আমার। খেলা দেখেছি আর ভেবেছি ওরা অহেতুক ক্ষেপল কেন।

একজন বললেন, আমার মনে হয় এসব আলেখাটো (কামবোধ) মৌলবিদের কেউ মাথায় ঢুকিয়েছে, মহিলারা হাফপ্যান্ট পরে আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে মাঠে নামবে। অমনি কানে আঙুল দিয়ে নাউজুবিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ বলে পথে বেরিয়ে এলো, আর কোন খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজন মনে করল না।

যশোরে মহিলা ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ফতোয়াবাজি কম হয়নি। ১৯শে জানুয়ারি খেলার দিন সকাল ১১টার দিকে আমি যাচ্ছিলাম শহরের হাজী মোহাম্মদ মহসিন রোড দিয়ে। ১০/১২ বছর বয়সের ২ কিশোর যাচ্ছিল ওই পথে। ওদের একজন অন্যজনকে বলল, এই, আজ স্টেড্রুমে (স্টেডিয়াম) খেলা দেখতে যাবি?

- ধ্যাত, ওই খেলা দেখতে যাব, আমি কি মালাউন?

- মালাউনের কথা কচ্ছিস (বলছিস) কেন?

দিন ধরে। ১৮৭০ সালে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে মাধ্যমে যে ব্যবস্থাটি প্রবর্তিত হয় তা পরিবর্ধন, সংশোধন, রূপান্তর প্রভৃতি প্রক্রিয়া আজ ইউনিয়ন পরিষদ নামে পরিচিত। ২৫ পর্যন্ত ১শ' ৩৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই সরকার ব্যবস্থার ভাল-মন্দ অনেক কথা সেদিকে না গিয়ে চলুন এর নির্বাচন নিয়ে কোথায় কি হচ্ছে জেনে আসা যাক।

৩০শে জানুয়ারি ঝিকরগাছা উপজেলার পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যশোর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে এ উপজেলার প্রবেশদ্বার হলো লাউজানী। জিরো পয়েন্ট থেকে মাত্র ১১ কি. মি. এর মাথায় এই সেখানকার প্রাইমারি স্কুলে একটি ভোট প্রস্তাবিত লাউজানী ইউনিয়নের ১১টি কেন্দ্র এটি একটি। ঝিকরগাছার নির্বাচন পর্যবেক্ষ গিয়ে এই কেন্দ্রটিতেই প্রথমে যাই। যেতেই একটা কথা কানে আসে 'মুকুল করছে। ওকে টেনে বের করে আন। ... বা পা ভেঙে গুঁড়ো করে দেবো।'

মুকুল নামটির প্রতি আমার দুর্বলতা আমার সন্তান সমতুল্য। আমার এক সহ ছেলে। আমি যে মুকুলের কথা বলছি তার এখানে। অনার্সসহ এমএসএস সবে পা তার কথাই বলছে না তো এরা। আমি চমকে

হে দুর্বৃত্তরা। এসব দেখার কেউ নে

দর্শনায় অনির্বাণ থি ২০ বছর পূর্তি ও ৫ নাট্যোৎসব শু

চুয়াডাঙ্গা থেকে নিজস্ব স চুয়াডাঙ্গা জেলার সংস্কৃতি চর্চা হিসেবে পরিচিত দর্শনায় সোম দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃ উপলক্ষে অনির্বাণ থিয়েটার এ পূর্তি উৎসব শুরু হয়েছে। সো দর্শনা ডাক বাংলো চত্বরে প্রজ্বলিত করে উৎসবের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গার সৈয়দ মাহবুব হাসান। নাট্যকর্মীরা সকালে বর্ণাঢ্য দর্শনা শহরের প্রধান সড় করেন। পরে অনির্বাণ কার্যা প্রতিষ্ঠানের ২০ বছর জন্মজ কেটে অনুষ্ঠানের শুরু হয় অনুষ্ঠানে একুশের স্মৃতি সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ৫ উৎসবে কুষ্টিয়া, যশোর, স্থানীয় নাট্য সংগঠনগুলো ন করবে।

মাদারীপুরে বিষা খাবার খাইয়ে ল টাকার মালামাল

মাদারীপুর থেকে সংবাদদা উপজেলার লক্ষীগঞ্জ গ্রামের এ ধুতরার বিষমিশ্রিত খাবার খা লক্ষাধিক টাকার মালামাল নি গেছে। পারিবারিক সূত্রে রোববার রাতে জিল্লুর রহমান ও তার স্ত্রী নুরজাহান বেগ কতিপয় দুর্বৃত্ত ধুতরার বিষমিশ্রি চা খাওয়ায়। এক পর্যায়ে উ হয়ে পড়লে দুর্বৃত্তরা স্বর্ণালংকার, টেপরেকর্ডারসহ টাকার মালামাল নিয়ে কে

ঞ্জে ৪৩টি পরি ধূকে পিটিয়ে

কলহে স্বামী স্ত্রীকে নির্যাতন করেছে।

১১ই ফেব্রুয়ারি ওই উপ